আশিকদের হজ্ব

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "যে (ব্যক্তি) কুরআনে পাক তিলাওয়াত করল, অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা করল, আর **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পড়ল, তারপর আপন প্রতিপালক থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করল তবে সে মঙ্গলকে সেটার জায়গা থেকে তালাশ করে নিল।" (শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৩৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৮৪)

জু দরূদ ও সালাম পড়তে হে, উনপে রব কা সালাম হোতা হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃরার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হায়! যদি মাথা দিয়ে ভর করে আসতে পারতাম:

বর্ণিত আছে; হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসরুক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (যিনি খলিফা) হারুনুর রশীদের ওযীর ছিলেন। তাকে যখন আল্লাহ্ তাআলা তাওবা করার তাওফিক দিলেন, তখন তিনি গুনাহ থেকে তাওবা করে খালি পায়ে হেঁটে মক্কা শরীফের দিকে রাওয়ানা হয়ে গেলেন। যখন হেরেম শরীফের নেতৃবৃন্দগন ওযীরের মক্কায় পৌঁছার সংবাদ শুনলেন, তখন তারা তাকে সালাম করার জন্য মক্কায়ে মুকার্‌রমার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا বাইরে একত্রিত হলেন। তারা দেখলেন যে, ওযীর সাহেবের চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। চুলগুলো বিক্ষিপ্ত ও ধূলাবালীময় শরীর ও চেহারা ময়লাযুক্ত। নেতৃবৃন্দরা আশ্চায্য হয়ে হারুনুর রশীদের ওযীরকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি মিসকীনের মত চেহারা বানিয়ে জুতো ছাড়া জঙ্গলে ও ময়দানে খালি পায়ে কেন সফর করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন: আপনারাই বলুন! একজন বান্দা যখন তার মুনিবের দরজায় উপস্থিত হয়, তখন তার কিরূপ অবস্থা হওয়া উচিত? আমি তো খালি পায়ে উপস্থিত হয়েছি। এটাই উচিত ছিল যে, মাথা দিয়ে ভর করে আসা।

(আল বাহরুল আমীক, ৩১৯ পৃষ্ঠা)

হারম কি যমী অউর কদম রাক্ষে চালনা,
আরে ছর কা মওকা হে ও জানে ওয়ালে। (হাদায়িকে বখশিশ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসরুক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখনি মক্কার দিকে রাওয়ানা হলেন, তখন একাকী অবস্থায় খালি পায়ে হারমের দিকে চললেন। যখনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হল, তখন কত সুন্দর উত্তর দিলেন। যখন একজন গোলাম তার মুনীবের দরবারে উপস্থিত হয় তখন সঠিক এটাই; আমি তো খালি পায়ে উপস্থিত হয়েছি। নিঃসন্দেহে এই মহান দরবারের উপযুক্ততা এটাই যে, বান্দা যখন সেখানে যাবে, তখন রাজকীয় ও অহংকারী অবস্থায় যাবেনা বরং নম্রতা ও বিনয়ী অবস্থায় উপস্থিত হবে।

www.dawateislami.net

হাদীস শরীফের মধ্যেও এর উৎসাহ পাওয়া যায়। অতঃপর মদীনার তাজেদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে কেউ জিজ্ঞাসা করেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! একজন হাজীকে কেমন হওয়া উচিত? ইরশাদ করলেন: "বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট ও ময়লা যুক্ত।"

(শরহুস্‌সুন্নাহ লিল বাগভী কিতাবুল হজ্জ বাব ওজুবুল হজ্জ, ৪র্থ খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮৪০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হেরম শরীফের সফরের সৌভাগ্য অর্জন প্রত্যেক প্রেমীকের অন্তরে বিদ্যমান থাকে। আর হওয়াও উচিত। কিছু সৌভাগ্যবানদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। আর তারা বায়তুল্লাহ্ শরীফ যিয়ারত ও হজ্জ আদায় করার পর রাসূলের রওযা শরীফের সোনালী জ্বালী থেকে দয়া পায় এবং আশেকানে রাসূল সব সময় মদীনার স্মরণে ব্যাকুল থাকেন। ব্যাস! তাদের অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা থাকে-

ইযনে মিল জায়ে গম মদীনে কা, কাম বন জায়ে গা কমিনে কা।
জাকে উনকো দিখায়ো গা মে তো, যখমে দীল আউর দাগ সিনে কা।
কলবে আশেক উঠা দড়ক ইক দম, যিকির যব ছিড় গিয়া মদীনে কা।
আঁখ ছে আশক হো গেয়ী জারী, যব চলা কাফেলা মদীনে কা।
উছকি কিসমত পে রশক আতা হে, জো মুসাফির হোওয়া মদীনে কা।
হাম কো ভি ওয়ো বুলায়ে গি এক দিন, ইযনে মিল যায়েগা মদীনে কা।

(ওয়াসায়িরে বখশিশ, ১৮১ পৃষ্ঠা)

আর যে সৌভাগ্যবান হজ্জ ও ওমরার সৌভাগ্য পেয়ে মদীনা শরীফ ঘুরে আসে এবং চোখ দিয়ে সোনালী জ্বালী চুমু খায়। তাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিবৃত হয়না, বরং আরো বেড়ে যায়। আর তিনি সব সময় মদীনা হতে বিচ্ছেদের ফলে অস্থির হয়ে উঠে। এমনকি তার মুখ দিয়ে এটা বের হয়।

মদীনে হামে লে গায়া থা মুকাদ্দার, মদীনে মে কেয়ছা ছুরুর আ-রাহা থা।
না হাম আশ আথে ইয়াহা লৌট কর ঘর, মদীনে মে কেয়ছা ছুরুর আ-রাহা থা।
ওয়াহা বারিশে নূর হুতি থি পায়হাম, না দুনিয়া কি জানজাড় যমানে কা থা গম।
মিলা থা হামে কুরবে মাহবুবে দাওয়ার, মদীনে মে কেয়ছা ছুরুর আ-রাহা থা।

www.dawateislami.net

কভি বেয়টতে উন কি মসজিদ মে জা কর, কভি দুর ছে তখতে মেহরাব ও মিম্বর।
নামাযো কা ভি লুতফ থা কিয়া ওয়াহা পর, মদীনে মে কেয়ছা ছুরুর আ-রাহা থা।
ইয়াকিনান মদীনে হে ছদা রশকে জান্নাত, মদীনে মে হে মিঠে আক্বা কি তুরবত।
এয় আত্তার! কিউ ছোড় কর আয়ে ওয়ো দর, মদীনে মে কেয়ছা ছুরুর আ-রাহা থা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কা'বায়ে মুয়াযযমা ও সবুজ গম্বুজের যিয়ারতের জন্য যাওয়া, হজ্জ বা ওমরা যে কোন নিয়্যতে হেরমের দিকে অগ্রসর হওয়াটা নিঃসন্দেহে বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। আর এমন ব্যক্তি যে এই উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় সে উপকারের মধ্যেই রয়েছে। কেননা, এটা এমন একটা সফর যাতে প্রতিটি কদমে কদমে আল্লাহ্ তাআলার রহমত ও বরকতের বৃষ্টি বর্ষণ হয়। আর যখন হেরম শরীফের যিয়ারতকারী পৌঁছে যায়, এখন সে খুবই লাভবান হয়ে যায়। তার তাকদীরের তারকা সুউচ্চে উদীত হয়। যদি ঐ সময় তার নিঃশ্বাস বের হয়ে যায় এবং জান্নাতুল বাক্বীতে দু'গজ জায়গা মিলে যায়। তখন এর থেকে বড় পুরুস্কার আর কি হতে পারে। এর সাথে সাথে তার আমল নামায় কিয়ামত পর্যন্ত তার নেক আমলের নিয়্যত অনুসারে সাওয়াব লিখতে থাকবে। আর যদি ফিরে আসতে হয়, তবে দ্বিতীয়বার যাওয়ার খেয়ালটা আশেকানে রাসূলদের অন্তরের প্রশান্তি দেয়। মোটকথা! এই মোবারক সফরের অনেক উপকার রয়েছে। আসুন! এই প্রসঙ্গে কিছু হাদীস শরীফ শুনি:

(১) "এই ঘর ইসলামের স্তম্ভ, যে ব্যক্তি হজ্জ ও ওমরা করার জন্য নিজ ঘর থেকে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে যাওয়ার ইচ্ছায় বের হয়। যদি তার রূহ বের হয়ে যায় (তথা ইন্তিকাল হয়), তবে আল্লাহ্ তাআলার বধান্যতার দায়িত্ব হল, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যদি তিনি হজ্জ করে ফিরে আসে, তবে তো প্রতিদান ও অমূল্য মর্যাদা নিয়েই ফিরবে।" **(আল মুজামুল আউসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৩৩। ফেরদৌসুল আখবার লিদ দায়লামি, বাবু আলহা, ২য় খন্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭২০৮)**

(২) "যে ব্যক্তি হজ্জ ও ওমরা করার জন্য বের হয়। আর যদি মারা যায়, তবে তাকে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জ ও ওমরার সাওয়াব প্রদান করতে থাকবে।"

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফিল মানাসিক, ফসলুল হজ্জ ওয়াল ওমরা, ৩য় খন্ড, ৪৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪১০০)

www.dawateislami.net

(৩) "যে এই রাস্তায় হজ্জ ও ওমরার জন্য বের হল। আর মৃত্যু বরণ করল, তবে তাকে উপস্থিত করা হবেনা। তার হিসাব হবেনা এবং তাকে বলা হবে; তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।" (আল মুজামুল আওসাত, বাবুল মীম, ৪র্থ খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৩৮৮)

তয়্যবা মে মরকে ঠান্ডে চলি জায়ো আঁখে বন্দ,
সিধি ছড়ক ইয়ে শহর শাফায়াত নগর কি হে।
যিন্দা রহে তো হাজিরি বারেগাহে নসীব,
মার জায়ে তো হায়াতে আবাদ আইশ ভর কি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২২১-২২২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কায়ে মুকার্‌রমা ও মদীনায়ে মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর উপস্থিতির সৌভাগ্য পাওয়া এক অমূল্য সুযোগ। এটা ভাগ্যবানদের মিলে থাকে। এর ব্যাপারে যত শুকরিয়া করা হোক না কেন কম। যখন কারো এই সফর নসীব হয়, তখন নিজ সৌভাগ্যের শুকরিয়া করে গুনাহ সমূহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে এই আশায় সফর করা উচিত। যে আমি পবিত্র হেরম শরীফে যাচ্ছি। সেখানে সর্বময় বর্ষিত রহমতের বারিধারায় সাতার কাটব, গুনাহ ক্ষমা করার এবং নিজ কালো অন্তরকে আলোকিত করব।

মে করকে ছিতম আপনি জা ফর কুরআন ছে জাওগা ছুন কর।
আয়া হো বহুত শরমিন্দা ছা ছরকার তাওয়াজ্জো ফরমায়ে।

স্মরণ রাখবেন! যখন আমরা এই সব ভাল ভাল নিয়্যতে সফর করব এবং প্রত্যেক পবিত্র স্থানে নিজের গুনাহের প্রতি এইরূপ লজ্জিত হয়ে যদি তাওবা করি তবে আল্লাহ্‌ তাআলার রহমতে আমাদের গুনাহ অবশ্যই ক্ষমা হবে। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে কিছু সংখ্যক লোক এই পবিত্র সফরকে অন্যান্য সফরের মত মনে করে থাকে। আমাদের ধরাণা তো এমনি (আল্লাহ্‌র পানাহ) সেখানে পিকনিক করতে গিয়েছে।

www.dawateislami.net

সেখানে আনন্দ উল্লাস, হাঁসি তামাশা ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকে। এমন হওয়া উচিত যে, যে সৌভাগ্যবানের এই সুযোগ হয়েছে, তার সৌভাগ্যটাকে মীরাজ মনে করে সেটার উদ্দেশ্যটা অনুধাবন করে সেটার শেষ পরিসীমা পর্যন্ত সম্মান করা। এই সফরের সম্মান ও গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাতে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:

হাঁ হাঁ রাহে মদীনা হে গাফিল যারা তো জাগ,
আয়ো পায়ো রাখনে ওয়ালে ইয়ে জা চশমো ছর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ, ২১৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত যে, এই মোবারক সফরে যাওয়ার সময় তার সম্মান রক্ষা করা। এই কথার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখাতে হবে যে, কোন এমন কিছু না হয় যে, যার দ্বারা পুরো সফর নষ্ট হয়ে যায়। কিছু অসভ্য লোক এমন রয়েছে; যারা এই সব পবিত্র স্থানেও হাঁসি তামাশা করতেও দিধাবোধ করেনা এবং পুরো দুনিয়ার কথা-বার্তায় ব্যস্ত থেকে ঐ সব পবিত্র স্থানগুলোকে পদদলিত করে। কিছু লোক সেখানেও কোন প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকে। কিছু অপদার্থ লোক নিজের ছবি নিজে ওঠিয়ে নিজের মূল্যবান সময়টাকে নষ্ট করে। আর অন্যান্য লোকদের জন্য তা দুশ্চিন্তার কারণ হয়। জানিনা এই ধরণের লোকদের কারণে কম লোকের হজ্ব ও ওমরা নষ্ট হয়ে তাদের আনন্দ প্রশান্তিতে বিঃশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যদি আমরা আউলিয়ায়ে কামেলীন এবং বুযুর্গাণে দ্বীনগণের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى হেরম শরীফের সফরের ঘটনাবলী যদি অধ্যয়ন করি তবে আমরা জানতে পারব যে, এ সমস্ত সম্মানীত ব্যক্তিগন আদব ও সম্মানের সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে গমন করতেন। আল্লাহ্ তাআলার কাছে কেঁদে কেঁদে মোনাজাত করতেন। নিজের গুনাহ সমূহের ক্ষমা চাইতেন। খুবই নম্রতা ও বিনয়ী ভাব ছিল। আল্লাহ্র ভয় ও রাসূলের প্রেমে বিভোর হয়ে এমনি ভাবে মদীনার দিকে সফর করতেন যে তাদের সংস্পর্শে বরকতে অন্যান্য লোকজনও তাদের রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে যেত। আসুন এক ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনি:

www.dawateislami.net

অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা মুখাওয়াল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা বাহাইম আজলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমাকে বললেন; আমি হজ্জের ইচ্ছা করেছি। কাউকে আমার সফর সঙ্গী বানিয়ে দাও। অতঃপর আমি আমার এক প্রতিবেশীকে তার সাথে মদীনার মুসাফির বানিয়ে দিলাম। আমি হযরত সায়্যিদুনা বাহাইম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে যাবোনা। আমি হতবাক হয়ে বললাম: আল্লাহর কসম! আমি পুরো কূফায় তাঁর মত উত্তম চরিত্রের লোক দেখিনি। কি কারণে তুমি তোমাকে তাঁর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করছ? সে বলল: আমি শুনেছি; তিনি নাকি বেশির ভাগ সময় কান্না করতে থাকেন। এই জন্য তাঁর সাথে আমার সফরটা আনন্দময় হবেনা। আমি তাকে বুঝালাম যে, তিনি একজন সৎ মানুষ। তাঁর সংস্পর্শ তোমার জন্য اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ খুবই উপকার প্রদানকারী হবে। সে মেনে নিল। যখন সফরের জন্য উটের উপর বোঝাই উঠানো হল। তখন হযরত বুহাইম আজলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি দেয়ারের নিকটে বসে কান্নায় রত হয়ে গেলেন। এমনকি তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দাঁড়ী মোবারক ও বক্ষ অশ্রুতে ভিজে গেল এবং অশ্রু ফোটা ফোটা জমীনে পড়তে লাগল। আমার প্রতিবেশী ভয়ে আমাকে বলল: এখনি মাত্র সফর শুরু করলাম। তাঁর এই অবস্থা, খোদা জানেন পরে কি পরিস্থিতি হয়। আমি ইনফিরাদি কৌশিশ করে বললাম: ভয় পাবেন না সফরের ব্যাপারে। হতে পারে ছেলে মেয়েদের থেকে পৃথক হওয়ার বেদনায় কাঁদছেন। পরে শান্ত হয়ে যাবেন। হযরত সায়্যিদুনা বুহাইম আজলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই কথাটি শুনে ফেললেন। আর বললেন: এমনটি নয়। এই সফরের মাধ্যমে আমার পরকালের সফরের কথা স্মরণ এসে গেছে। এটা বলতেই তিনি চিৎকার করে করে কাঁদতে লাগলেন। প্রতিবেশী পুনরায় দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। আর আমাকে বললেন: এর সাথে আমি কিভাবে থাকব? হ্যাঁ তার সফর হযরত সায়্যিদুনা দাউদ ত্বায়ী এবং সায়্যিদুনা সালাম আবুল আহওয়াছ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে হওয়া উচিত। কেননা, এই দুইজন সম্মাণীত ব্যক্তিও খুবই কান্না করেন। এর সাথে তাদের খুব মিলবে। আর খুব কান্নাও করতে পারবে। আমি আমার প্রতিবেশীকে পুনরায় সাহস দিলাম। শেষ পর্যন্ত সে তাঁর সাথে মদীনার দিকে রাওয়ানা হল।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা মুহাওয়াল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: যখন তারা হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আমি আমার প্রতিবেশী হাজীর কাছে গেলাম। সে বলল: আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি এই ধরণের লোক কখনো দেখি নাই। অথচ আমি বিত্তশালী ছিলাম, কিন্তু তিনি গরীব হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য খুবই বেশি খরচ করতেন। বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রোযা রাখেন। আমি রোযাহীন যুবকের জন্য খাবার রান্না করতেন। আমার অসম্ভব সেবা করতেন। আমি বললাম: আপনি তো তার কান্নায় দুশ্চিন্তা গ্রস্থ ছিলেন। এখন কি মন-মানসিকতা? প্রথম দিকে অন্যান্য কাফেলার লোকেরাও খুবই ঘাবরিয়ে যেত তারপর ধীরে ধীরে তাঁর সংস্পর্শের বরকতে আমাদের মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হতে শুরু করে। এর পর আমরাও তাঁর সাথে মিলে মিশে কান্না করতে থাকি। হযরত সায়্যিদুনা মুহাওয়াল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এর পর আমি হযরত সায়্যিদুনা বুহাইম আজলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং নিজের প্রতিবেশীর ব্যাপারে জানতে চাইলাম। তখন তিনি বললেন: তিনি খুব ভাল সঙ্গী ছিলেন। আল্লাহ্র যিকির ও কুরআন করীমের খুব বেশি তিলাওয়াত করতেন। আর তাঁর অশ্রু খুব তাড়াতাড়ি বের হত। আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। (আল বাহরুল আমীক, ১ম খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা। আশেকানে রাসূলদের ১৩০ ঘটনা, ১১৮ পৃষ্ঠা)

ইয়াদে নবী পাক মে রুইয়ে জু ওমর ভর,
মাওলা মুঝে তালাশ উছি চশমে তরকি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার দেখলেন তো! আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যখন হজ্বের সফরে রাওয়ানা হতেন তো সব সময় আল্লাহ্র যিকির এবং কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে ব্যস্ত থাকতেন। আল্লাহ্র ভয়ে কান্না করতেন। নিজের সফর সঙ্গীদের খুব সেবা যত্ন করতেন। তার উত্তম চরিত্র ও অভ্যাসগত কাজে প্রভাবিত হয়ে তার সাথে সফরকারীরাও তার রঙ্গে রঙ্গীন হতেন। এই ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল যে, যখন আমাদের পূর্ব পুরুষগণ সফরে যেতেন।

www.dawateislami.net

এমনকি হজ্বের মত পবিত্র জায়গাও যেতেন। তখনো তারা সফরে আখিরাতের চিন্তা এসে যেত আর আখিরাতের চিন্তায় এমনিভাবে কান্না করতেন। যে তাদের দাঁড়ী মোবারকও ভিজে যেত। এক দৃষ্টিতে তো আমাদের আখিরাতের সফরের কথা ভাবা প্রয়োজন। অথচ আমরা দুনিয়াতে সব সময় থাকার আর এটার রঙ্গে রঙ্গীন হওযার ইচ্ছা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য বুঝে থাকি। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানী ব্যক্তি সে, যে দুনিয়ার প্রতিটি কাজে আখিরাতের চিন্তা করে। রাতে যখন শয়ন করে তো কবরে শয়ন করার কথা স্মরণ করে সেখানে নরম মোলাইম বিছানা হবেনা। বরং শক্ত জমিন আমার বিছানা হবে। যখন ঠান্ডা ও মিষ্টি পানি নিজের কণ্ঠনালীতে পৌঁছে, তখন হাশরের তৃষ্ণার কথা স্মরণ করে ঐ দিন জিহ্বা ও কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাট হয়ে যাবে। যে মূহুর্তে গরমের প্রচন্ডতা সহ্য করতে সমস্যা হয়। ঐ মূহুর্তে হাশরের মাঠে গরমের কথা স্মরণ করবে কিয়ামতের পঞ্চাশ হাজার দিন হবে। সূর্য এক মাইল দূরত্ব থেকে অগ্নি বর্ষণ করবে। তার তাপ থেকে বাঁচার জন্য কোন ছাঁয়া পাওয়া যাবেনা। উত্তপ্ত জমীনে খালি পায়ে দাড় করিয়ে দেওয়া হবে। গরম ও তৃষ্ণায় অবস্থা খুবই খারাপ হবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে আমাদের দুনিয়াবী কার্যকলাপ শরীয়াত অনুসারে চলার সাথে সাথে নিজের আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফিক দান করুক।

মুঝপে চশমে শিফা কি জিয়ে, দূর বারি গুনাহ কিজিয়ে।
মাল কে জাল মে ফাঁছ গেয়া, মুঝকো আক্বা রিহা কিজিয়ে।
ইয়া নবী আপহি কুছ ইলাজ, নফস ও শয়তান কা কিজিয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সফর চাই সেটা দুনিয়াবী বা পরকালের হোক। এটার প্রস্তুতির কিছু আদব রয়েছে। যদি প্রস্তুতির মাঝে কিছু ঘাটতি থাকে বা সফরের সময় ঐ সমস্ত আদবের প্রতি দৃষ্টিপাত করা না হয়, তবে সফরের মধ্যে জটিলতা ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। যদি পরকালের সফরের জন্য নেক আমল, সফরের সরঞ্জামাদি হয়, তবে اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ সহজেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায়।

www.dawateislami.net

আর কোন ধরণের দুঃচিন্তাও হয়না। আর সফরেরও কিছু আদব রয়েছে; আসুন! সেগুলো থেকে কিছু আদব শুনি:

(১) সফর শুরু করার প্রথমে ভাল ভাল নিয়্যত করে নেওয়া উচিত। যেমনি ভাবে ঘরে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং রাস্তায় সাক্ষাৎকারীকে সালাম ও মুসাফাহা করার নিয়্যত, সালামের জবাব দেওয়ার নিয়্যত, কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার সাথে সাথে সকল প্রকার গুনাহ থেকে স্বয়ং নিজে বাঁচার নিয়্যত, নামাযের হিফাযতের নিয়্যত ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে আরো নিয়্যত বাড়াতে পারেন। (হজ্জ ও ওমরার সফর ও মদীনার زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا যিয়ারতের জন্য ভাল ভাল নিয়্যত এবং শরীয়াতের মাসয়ালা মাসায়িল জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত ৩৫১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "রফিকুল হারামাঈন" এর অধ্যয়ন করে নিন।

(২) সফরের সুন্নাত দোয়াগুলো পড়ে নেওয়া উচিত, যদি সম্ভব হয় তবে অন্যান্য আশেকানে রাসূলদেরও পড়িয়ে দেন।

(৩) অন্যকে স্বাক্ষী বানিয়ে সমস্ত গুনাহ থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করে এবং পুনরায় ঈমান নবায়ণ করা উচিত।

(৪) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: সফরকারীর উচিত সফর করার সময় যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত যেন করতে থাকে। কিন্তু এতটুকু আওয়াজে হবে যাতে অন্যজনে না শুনে। যদি কেউ তার সাথে আলাপ করে তো যিকির ও তিলাওয়াত বন্ধ রাখবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার সাথে কথা বলবে সে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। যখন চুপ হয়ে যাবে তো পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে। (অর্থাৎ যিকির ও অন্যান্য কিছু শুরু করবে)। **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ২/৯৩৪)**

(৫) মুসাফিরের জন্য পাঁচটি জিনিস নিজের সাথে রাখা সুন্নাত। যেমন- উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বর্ণনা করেন: আমারা মাথার তাজ, সাহেবে মিরাজ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন সফরে রাওয়ানা হতেন, তখন পাঁচটি জিনিস অবশ্যই তাঁর সাথে রাখতেন।

www.dawateislami.net

(১) আয়না, (২) সূরমা দানি, (৩) কাঁচি, (৪) মিসওয়াক, (৫) চিরুনী।

(আল মুজামুল আওসাত, ২/২০, হাদীস- ২৩৫২)

(৬) নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্দব, প্রিয় ব্যক্তিত্ব সবার জান-মাল, ঈমান, সন্তানদের সুস্থতা ও প্রশান্তি আল্লাহ্ তাআলার কাছে সোপর্দ করে সফরে রাওয়ানা হওয়া উচিত।

সফর ও সফরের আদব সম্পর্কে আরো অধিক জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব "ইহ্ইয়াউল উলুম" ২য় খন্ড, ৮৮৫-৯৭০ পৃষ্ঠা এবং "বাহারে শরীয়াত" ১ম খন্ড, ১০৫১-১০৬৭ পৃষ্ঠা, দ্বয়ের অধ্যয়ন করে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ অনেক উপকারী জ্ঞান অর্জিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এব ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা হাতিম আছাম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কাছে আরয করলেন: আমি হজ্জের সফরের ইচ্ছা পোষন করেছি। সফরের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলুন। যেটার সংস্পর্শের বরকতে আমি আল্লাহ্ তাআলার দরবারে মুখাপেক্ষী হয়ে উপস্থিত হতে পারি। তখন তিনি বললেন: হে ভাই! যদি তুমি সঙ্গী চাও, তবে কুরআনের তিলাওয়াতকে সঙ্গী বানিয়ে নাও। আর যদি সাথী চাও ফেরেস্তাদের নিজের সাথী বানিয়ে নাও। যদি বন্ধু প্রয়োজন হয়, তবে আল্লাহ্ তাআলা তার বন্ধুদের অন্তরের মালিক এবং যদি সরঞ্জামাদী চাও, তবে আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা করাই সবচেয়ে বড় সরঞ্জাম। আর কা'বা শরীফকে ধ্যান করে আনন্দ চিত্তে তাওয়াফ কর।

(বাহরুল দুমু, ১২৫ পৃষ্ঠা। আশেকানে রাসূলের ১৩০ ঘটনা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা হাতিম আছাম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه কত প্রিয় উপদেশ প্রদান করলেন। হায়! আমরাও যদি এই উপদেশগুলোর আমলকারী হয়ে যেতাম এবং হজ্জের সফরের সম্মান ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারতাম। সাধারণত দেখা যায় যে, কিছুলোক হজ্জ ও ওমরার সফরের রাওয়ানা হয়। কা'বা শরীফ যিয়ারত আর এর তাওয়াফের সৌভাগ্য হয়।

www.dawateislami.net

আর হজ্জের অন্যান্য কার্যাবলী আদায় করার পর রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজা যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন হয়। কিন্তু যখন ফিরে আসে, তখন পূর্বের অভ্যাস অনুসারে গুনাহ ভরা জীবনে ব্যস্ত হয়ে যায়। আর মন্দ স্বভাব যে কি কারণ? ঐ পবিত্র জায়গায় বার বার উপস্থিত হওয়ার পরও আমরা নিজেদের সংশোধন করতে পারছিনা। কখনো এমন তো হয়না যে, হজ্জ ও ওমরা শুধুমাত্র নফসের ইচ্ছা, লোকদের দেখানো এবং স্বয়ং নিজেকে হাজী সাহেব বলানোর জন্যই করা হয়েছে। কেননা, লোকদের দৃষ্টিতে অনেক হজ্জ ও ওমরা করা এবং আবিদ ও তপস্যাকারী নামে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা ইবাদতের মধ্যে বড় থেকে বড় কষ্টকেও সহজ করে দেয়। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ মুয়তাইশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি অনেক হজ্জ করেছি, তবে ঐগুলোর মধ্য থেকে অধিকাংশ হজ্জ আমি কোন ধরণের পথ খরচ ছাড়াই করেছি। অতঃপর আমার নিকট প্রকাশপেল যে, এইগুলো তো সব আমার নফসের ধোঁকা। কেননা, একবার আমার মা আমাকে পানির কলসী ভরে আনতে আদশে দেন, তখন আমার নফস তার হুকুমের বিরোধীতার কুমন্ত্রণা দেয়। অতঃপর আমি বুঝতে পারলাম যে, হজ্জের সফরে আমার নফস আমার আনুগত্য করেছে শুধুমাত্র আমার তৃপ্তির জন্য। আর আমাকে ধোঁকার মধ্যে রেখেছে। কেননা, যদি আমার নফস ধ্বংস হত তাহলে আজ একটি শরীয়াতের হক পূর্ণ করতে কেন কঠিনতা অনুভব হচ্ছে। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

খ্যাতিও সম্মানের ইচ্ছার স্বাদ ইবাদতের কাঠিন্যতাকে সহজ করে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ মুরতাইশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের মায়ের আদেশ অমান্য করেছেন। বরং তাঁর আদেশের বিরোধীতার কুমন্ত্রণা এসেছে মাত্র। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজে এই মনমানসিকতা তৈরী করেছেন, স্বীকার হয়ে আদায় করেছি। এই ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى কিরূফ মাদানী ধ্যান ধারণা রাখেন এবং কি ধরণের নম্র ছিলেন। অনেকের অভ্যাস তো এটাই, তিনি সাধারণ লোকদের সাথে নম্রতার সাথে মিশে এবং তাদের সাথে খুবই উদার।

www.dawateislami.net

কিন্তু বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্রদের সাথে ঝগড়া ফ্যাসাদ। অসুন্দর আচরণ অনেক সময়তো কঠিন ভাবে মনে কষ্ট দিয়ে থাকে। এই জন্য সর্ব সাধারণের মধ্যে সর্বোচ্চ চরিত্রের প্রকাশটা ব্যাপক ভাবে গ্রহণযোগ্যতার কারণ হয়। যখনি ঘরে ভাল ব্যবহার করার দ্বারা ইজ্জত ও খ্যাতির বিশেষ আশা না থাকে, এই জন্য এই সব লোকেরা সাধারণ লোকের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে থাকে। এমনিভাবে যে ইসলামী ভাই কিছু মুস্তাহাব কাজে বড় ছোট কুরবানী করে থাকে, কিন্তু ফরয ও ওয়াজীবের ক্ষেত্রে অলসতা করে। উদাহরণস্বরূপ মা-বাবার অনুসরণ, স্ত্রী-বাচ্চাদের শরীয়াত অনুযায়ী শিক্ষা না দেয়া, স্বয়ং নিজে ফরয ইলমের ক্ষেত্রে অলসতা করে। তাদের জন্যও এ ঘটনার মধ্যে শিক্ষনীয় মাদানী ফুল রয়েছে। বাস্তবতা এটাই যে, নেক কাজে খ্যাতি পাওয়া যায়, আর বাহ বাহ পাওয়া যায় সেটা কঠিন হওয়া সত্ত্বেও সহজেই তা সংগঠিত হয়ে যায়। কেননা, খ্যাতি ও সম্মানের ইচ্ছার কারণে পাওয়া স্বাদ বড় থেকে বড় কাঠিন্যতাকে সহজ করে দেয়। স্মরণ রাখবেন! যশ-খ্যাতির মধ্যে ধ্বংসই ধ্বংস। শিক্ষার জন্য দু'টি হাদীসে মোবারকা শুনে নিন:

(১) "আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতে বান্দার পক্ষ থেকে পাওয়া প্রশংসা ও ভালবাসা থেকে বাঁচতে থাক, যাতে তোমাদের আমল যে ধ্বংস হয়ে যায়।"

(ফেরদৌসুল আখাবার, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৫৬৭)

(২) "দুইটি ক্ষুধার্ত ভেড়া বকরীর পালের মধ্যে যতটা না ধ্বংস পৌঁছায়, তার চেয়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ হল ধন সম্পদ, ইজ্জত ও খ্যাতির, যা মুসলমানদের ধর্মে আঘাত হানে।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৮৩) (আশেকানে রাসূলদের ১৩০টি ঘটনা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিজেকে নিজে ভাল বলা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত লোকদের দেখানো নিজের বাহ বাহ পাওয়ার এবং সমাজে ইজ্জত সম্মান পাওয়ার জন্য নেক আমল করা থেকে দূরে থাকুন। শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য নিজের পরকাল উত্তম করার জন্য নেকী করুন।

www.dawateislami.net

আমাদের পূর্ব পুরুষগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی যখন হজ্জ ও ওমরার জন্য উপস্থিত হতেন, তখন প্রত্যাবর্তনের সময় একনিষ্ঠতা ও স্থায়িত্বের পাশাপাশি খুব আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করতেন।

ফিরে যাওয়ার অনুমতীতে অপেক্ষমান যুবকের জন্য সুসংবাদ

হযরত সায়্যিদুনা যুন্নুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ যখন কা'বা শরীফের পাশে এক যুকবকে দেখলেন। যে ধারাবাহিক ভাবে নামায আদায় করেই যাচ্ছিল। থামার কোন নামই নেই, সুযোগ পেতেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ তাকে বললেন: কি ব্যাপার! ফিরে না গিয়ে শুধু ধারাবাহিকভাবে নামায আদায় করে যাচ্ছ। সে বলল: নিজের ইচ্ছায় কিভাবে যাব! ফিরে যাওয়ার অনুমতিতে অপেক্ষমান আছি। হযরত সায়্যিদুনা যুন্নুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: এখনো আমরা কথা বলছিলাম। ঐ যুবকের উপর একটি কাগজের টুকরা পড়ল, তাতে লিখা ছিল: এই চিঠিটা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এই শোকরকারী ও একনিষ্ঠ বান্দার জন্য। ফিরে যাও! তোমার পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম। (আশেকানে রাসূলদের ১৩০টি ঘটনা, ৯৫ পৃষ্ঠা। রওজুর রিয়াহীন, ৮ পৃষ্ঠা)

আসু! এখন আশেকানে রাসূল হাজীদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দপূর্ণ দু'টি আশ্চার্য্য ঘটনা শুনি:

অতঃপর হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: আরফাতের ময়দানে হাজীরা দোয়াই ব্যস্ত ছিল। আমার দৃষ্টি এক যুবকের উপর পড়ল। যে মাথা ঝুকিয়ে লজ্জায় অবনত দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম: হে যুবক! তুমিও দোয়া কর। সে বলল: আমার তো এই কথার উপর ভয় লাগছে, যে সময়টা আমি পেয়েছি হয়ত সেটা অতিবাহিত হতে চলেছে। এখন কোন মুখে দোয়া করব। আমি বললাম: তুমিও দোয়া কর যাতে আল্লাহ্ তাআলা তোমাকেও এই দোয়াকারীদের বরকতে সফলতা নসীব করে। হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বললেন: সে দোয়ার জন্য হাত উঠানোর চেষ্টা করল। আর সে খুবই আবেগআপ্লুত হয়ে গেল। আর তার মুখ থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ বের হল। অস্থির হয়ে পড়ে গেল। তার রূহ তার দেহ পিঞ্জর থেকে বের হয়ে গেল। (কাশফুল মাহজুব, ৩২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

হযরত যুন্নুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি মিনা শরীফে এক যুবককে আরামে বসা অবস্থায় দেখলাম। যখন লোকেরা কুরবানী দিতে ব্যস্ত এতটুকুর মধ্যে সে বলে উঠল: হে আমার প্রিয় আল্লাহ্! তোমার সকল বান্দা কুরবানীতে ব্যস্ত আমিও তোমার দরবারে আমার প্রাণ কুরবানী দিতে চায়। হে আমার মালিক! আমাকে কবুল করে নাও। এটা বলে নিজের আঙ্গুল গলায় এদিক ওদিক করলেন। অস্থির হয়ে পড়ে গেলেন। আমি কাছে গিয়ে দেখলাম সে তার প্রাণ উৎসর্গ করে দিল।

(কাশফুল মাহজুব, ৩২৪ পৃষ্ঠা)

ইয়ে এক জান কিয়া হে আগর হো করোড়ো,
তেরে নাম পর সব কো ওয়ারা করো মে। (সামানে বখশিশ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হজ্জ হলে তো এমন হওয়া চাই। আল্লাহ্ তাআলা ঐ দুই বরকতময় হাজীদ্বয়ের সদকায় অন্তরের নম্রতা প্রদান করুন। স্মরণ করাখবেন! প্রত্যেক ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হল একনিষ্ঠতা। আহ! এখন ইলমে দ্বীন ও ভাল সংস্পর্শের অভাবে অধিকাংশ ইবাদত রিয়াকারী স্বীকার হচ্ছে। যেমনিভাবে প্রতিটি কাজে বাহ্যিক লৌকিকতা খুব বেশি প্রয়োজন মনে করে। এমনিভাবে হজ্জের মত বড় ইবাদতের মধ্যেও লোক দেখানোর আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ অনেক ব্যক্তি হজ্জ আদায় করার পর কোন প্রয়োজন ছাড়াই নিজের মুখ থেকে (হাজী) বলে থাকে। আর নিজের কলমে লিখে থাকে, আপনি হয়ত চমকে উঠবেন যে, এতে কি আর সমস্যা! হ্যাঁ! হয়ত এই পরিস্থিতিতে কোন সমস্যা হবেনা যে লোকেরা তাদের ইচ্ছায় আপনাকে হাজী সাহেব বলে সম্বোধন করছেন। কিন্তু একটু ভাবুন। যে, নিজ মুখ দিয়ে জিজে হাজী বলা নিজের ইবাদতের ঘোষনা করা ছাড়া আর কি। এটাকে এই ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করুন- ট্রেন ঝক ঝক করতে করতে তার গন্তব্য স্থলে রাওয়ানা হচ্ছিল। দুই ব্যক্তি

www.dawateislami.net

পাশাপাশি বসল একজন আলাপ শুরু করার প্রথমে জিজ্ঞোসা করল: জনাব আপনার নাম কি? উত্তম দিল: হাজী শফিক। আর আপনার নাম?

দ্বিতীয় জন জিজ্ঞাসা করলেন। তখন প্রথম জন উত্তর দিলেন: নামাযী রফিক। হাজী সাহেব খুবই বিস্মিত হয়ে গেলেন, আর জিজ্ঞাসা করলেন: নামাযী রফিক! এটাতো এক আশ্চায্যবোদক নামা মনে হচ্ছে। তখন নামাযী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন: বলুন আপনি কতবার হজ্জ করেছেন? হাজী সাহেব উত্তর দিলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ গত বছরই তো হজ্জে গেলাম। আপনি জীবনে একবার কা'বা শরীফে গিয়ে হজ্জ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আর স্বাভাবিক ভাবে আপনি আপনার নামের পিছনে হাজী বলছেন ও বলাচ্ছেন। যখন বান্দা প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তো তার নামের পাশে যদি নামাযী বলে তবে কি আশ্চয্য রয়েছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল আশ্চর্য্য তামাশা হল; হাজী লোক দেখানোর জন্য হজ্জে যাই। আর যখন ফিরে আসে তখন কোন প্রকার ভাল নিয়্যত ছাড়াই পুরো দালান আলোক কর্তিকা সাজায়। আর ঘরে হজ্জ মোবারক এর সাইন বোর্ড লাগায়। তাওবা! তাওবা! বরং অনেক হাজী ইহরামের সাথে নিজের ছবি তুলে। এটা কি? একজন মারাত্মক অপরাধির কি উচিত দয়ালু আক্বা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ধূমধাম করে যাওয়া? নয় কখনো নয় বরং কান্নাকরে লজ্জিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে উপস্থিত হওয়া উচিত।

আচোঁ ওয়ো কি লড়ি বন রহি হো, আউর আহো ছে পাঠতা হো সিনা।
ভিরদে লব হো "মদীনা মদীনা", যব চলে ছুয়ে তয়্যবা সফিনা।
যব মদীনে মে হো আপনি আমদ, যব মে দেখো তেরা সবজ গুম্বদ।
হিছকিয়া বান্দাঁ কর রোয়ো বে হদ, কাশ! আজায়ে এয়্যছা করিনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইমলামী ভাইয়েরা! যে ব্যক্তি ভাল নিয়্যত ছাড়াই অন্তরের পরিতৃপ্তির ও যশ-খ্যাতির জন্য নিজের ঘরে হজ্জ মোবারকের বোর্ড লাগায় আর নিজের হজ্জের খুব চর্চা করে। তাদের জন্য এক পরিপূর্ণ পর্যায়ের বিনয়পূর্ণ ঘটন উপস্থাপন করছি।

www.dawateislami.net

যেমন- হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হজ্জের জন্য বসরা থেকে বের হলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল: আপনি আরোহন করে কেন যাচ্ছেন না?
উত্তর দিলেন: পলাতক গোলাম তার মাওলার দরবারে সংশোধনের জন্য যাচ্ছে। তখন তার কি উচিত আরোহী হয়ে যাওয় । আমি ঐ পবিত্র জায়গায় যেতে খুব বেশি লজ্জা অনুভব করছি। (তাম্বিহুল মুগতাররিন, ২৬৭ পৃষ্ঠা। রফিকুল হারামাঈন, ৫৪ পৃষ্ঠা)

এয়্য যায়িরে মদীনা তো খুশী ছে হাঁছ রাহা হে,
দিলে গমযাদা জু লাতা তো কুছ অউর বাত হোতি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিশেষ করে নামায রোযা ইত্যাদির তুলনায় হজ্জের মধ্যে প্রতি এমন একটি ইবাদত। একতো এটাকে ঘোষনা করা হয়। দ্বিতীয়ত এটা সবার ভাগ্যে হয়না। এই জন্য সবাই হাজীর সাথে খুবই নম্রতার সাথে সাক্ষাৎ করে। খুবই সম্মান করেন, হাতে চুমু খায়, ফুলের মালা পড়ায়, আর দোয়ার আবেদন করে। এমন পরিস্থিতিতে হাজী সাহেব কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। কেননা, লোকদের এমন সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ব্যবহারে কিছু এমন পরিতৃপ্তি আসে যেটার কারণে ইবাদতের কঠিন ফুল ও বুঝা যায়। অনেক সময় বান্দা যশ-খ্যাতি ও রিয়াকারীর ধ্বংসে পতিত হয়। কিন্তু এতে তার কোন খবরও হয়না। এমনিভাবে অনেক বিত্তশালী বার বার হজ্জ ও ওমরা করে থাকে। আর সেটা তারা ভালভাবে গুনে রাখে এবং কোন প্রয়োজন ছাড়া কেউ জিজ্ঞাসা করলে সেটার সংখ্যাও বলে থাকে। আর মদীনার সফরে কি কি করা হয়েছে তা বলে থাকে। তাদের অনুধাবনও হয়না যে, কখনো না আবার রিয়াকারীর ধ্বংসেপতিত হই। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মেজবান তার খাদেমকে ডেকে বললেন; ঐ বাসনে খাবার খাওয়াও যা আমি দ্বিতীয় বার হজ্জ করার সময় এসেছিলাম। সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এটা শুনে বললেন: মিসকীন! তুমি তো এক বাক্যে দু'টি হজ্জই নষ্ট করে দিয়েছ। (আহসানুল বিয়া লি আদাবিদ দোয়া, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা কারো ঘরে হজ্জ মোবারক এর বোর্ড লাগানো দেখি বা কেউ নিজের নামের সাথে হাজী লিখে। তবে আমাদের কখনো কুধারণা না করা উচিত যে, এই ব্যক্তি রিয়াকারী।

স্মরণ রাখবেন! নিজের হজ্জ ও ওমরার সংখ্যা বর্ণনা করা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গুনাহ নয়। হাদীসে পাকের মধ্যে রয়েছে: "اِ نَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّات সকল কাজ তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।" (বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১) যদি কেউ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নেয়ামতের সংবাদ দেওয়ার জন্য হজ্জের সংখ্যা বর্ণনা করে, তবে অসুবিধা নেই। কিন্তু ইলমে দ্বীন ও নেক্কার লোকদের সংস্পর্শের অভাবে বর্তমান সময়ে সঠিক নিয়্যত খুবই কঠিন আর রিয়াকারীর আশঙ্কাও খুব বেশি। আর আল্লাহ্র কসম! রিয়াকারীর শাস্তি কেউ সহ্য করতে পারবেনা।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬১৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "নেকীর দাওয়াত" প্রথম খন্ডের ৭৯ পৃষ্ঠায় ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হল: "নিঃস্বন্দেহে জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে। যেটার থেকে জাহান্নাম প্রতি দিন ৪০০বার আশ্রয় চায়। আল্লাহ্ তাআলা এই উপত্যকা উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ সমস্ত রিয়াকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। যারা কুরআনের হাফিজ, আল্লাহ্র রাস্তায় সদকাকারী, আল্লাহ্ তাআলার ঘরের হাজী আর আল্লাহ্র রাস্তায় যে বের হয়।"

(আল মুজামুল কবীর, ১ম খন্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২৮০৩)

মেরা হার আমল বস্ তেরী ওয়াসেতে হো,
কর ইখলাস এয়্যছা আতা ইয়া ইলাহী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হেরেম শরীফের উপস্থিতি সৌভাগ্যের বিষয়। অনেক বিত্তশালী এমন রয়েছে, যারা ঐ পবিত্র মাটি সমূহ চুমু দিতে পারে। অনেকে যাওয়ার ইচ্ছা করে কিন্তু যেতে পারেনা। আর অনেক গরীব নিঃস্ব লোক রয়েছে,

www.dawateislami.net

যাদের যাওয়ার কোন কিছুই নেই। কিন্তু দেখতে দেখতে ঐ সৌভাগ্যবানদের তাকদীর খুলে যায়, তারা মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর যিয়ারত করতে সক্ষম হয়।

আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হজ্জ ও মদীনার যিয়ারতে অস্থির এক ব্যক্তির ঘটনা নকল করেন: আমি ধারাবাহিক ভাবে তিন বছর হজ্জের দোয়া করছি। কিন্তু আমার অন্তরে দুঃখ অন্তরেই রয়ে গেল।

কর রেহে হে জানে ওয়ালে হজ্জ কি আব তৈয়্যারিয়াঁ,
রেহ না জায়ো মে কেহি করদো করম ফির ইয়া নবী।
মুঝপে কিয়া গুজরে গি আক্বা ইছ বরছ ঘর রেহ গিয়া,
মেরা হাল দিল তো হে ছব তুমপে জাহির ইয়া নবী।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৭৬-১৭৭ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ বছর হজ্জের মৌসূম আসল, আমার অন্তরে হেরেম শরীফের যিয়ারতের ইচ্ছা বেড়ে গেল। আল্লাহ্ তাআলার দয়া যে, আমার দোয়ার কবুলিয়্যতের ধরণ কিছুটা এইরূপ ছিল: এক রাতে আমি যখন ঘুমালাম, তখন আমার অন্তরের চোখ খুলে গেল। ঘুমন্ত তাকগীর জেগে উঠল। আমার প্রিয় আক্বা, মদীনে ওয়ালে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে দীদার হয়ে গেল। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি এই বছর হজ্জে চরে যাও আমার চোখ খুলল। অন্তর খুশিতে নেচে উঠল রাসূলের দরবার থেকে হজ্জের অনুমতি হয়ে গেল। তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিষ্টি মিষ্টি আওয়াজ এখনো আমার কানে মিষ্টতা অনুভব করছি। আমি খুব সাধারণ লোক ছিলাম হঠাৎ আমার স্মরণে আসল। আমার কাছে তো পথ খরচ নেই। আমি তো একদম নিঃস্ব আসবাবপত্রহীন। ব্যাস! এই ধারণা করেই আমি খুবই দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। দ্বিতীয় রাতে পুনরায় স্বপ্নে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে দীদার নসীব হয়ে গেল। কিন্তু আমি আমার নিঃস্বতার কথা উল্লখ করেনি। এমনিভাবে তৃতীয়বারও হুযুর পাক صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে আদেশ হল যে, তুমি এই বছর হজ্জে চলে যাও। আমি চিন্তা

www.dawateislami.net

করলাম যে, এইবার যদি আমার আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি তাশরীফ আনেন, তবে আমার নিঃস্বতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল।

পাছ মাল ও যর নেহি, উড়নে কো ভি ফর নেহী।
করদো কোয়ি ইন্তিজাম, তুম পর করোড়ো সালাম।

চতুর্থবার পুনরায় তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন। তখন তিনি এই ইরশাদ করলেন: "তুমি এই বছর হজ্জে চলে যাও।" আমি আরয করলাম: আমার আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার কাছে তো যাতায়াত খরচ নেই। তিনি ইরশাদ করলেন: "কেন নেই, তুমি তোমার অমুক জায়গা খনন কর, সেখানে তোমার দাদার একটি লৌহ বর্ম রয়েছে।" এতটুকু বলেই তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمতাশরীফ নিয়ে গেলেন। সকালে যখন আমার চোখ খুলল, তখন আমি খুব ছিলাম। ফযরের নামায আদায় করার পর তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথা মতে ঐ জায়গা খনন করলাম। তখন সেখানে একটি দামী বর্ম ছিল। সেটা এত নতুন ছিল, কেউ যেন সেটা ব্যবহারও করেনি। আমি সেটা চার হাজার দীনারের দিয়ে বিক্রী করলাম। আর আল্লাহ্ তাআলার শোকর আদায় করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় হজ্জের ব্যবস্থা হয়ে গেল। আমি যাতায়াতের জিনিসপত্র কিনে হাজীদের কাফেলায় সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। এখন আমাদের কাফেলা হেরম শরীফের দিকে রাওয়ানা হতে লাগল।

হেরম শরীফে পৌঁছে আমি হজ্জের কার্যাবলী আদায় করলাম যখন বিদায়ের সময় হল, তখন সেখান কার দৃশ্যা বলীর প্রতি শেষ দেখা দেখলাম। বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসছে। আমি নফল আদায় করার জন্য কা'বা শরীফের পাশে গেলাম, সেখানে কিছুক্ষণ আরামের সাথে বসলাম, তখন ঘুম এসে গেল। আর অন্তরের চোখ খুলে গেল। তাজেদারে রিসালাত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার নূরানী চেহারা নিয়ে মুচকি হেঁসে তাশরীফ আনলে আর ইরশাদ করলেন: হে সৌভাগ্যবান! আল্লাহ্ তাআলা তোমার সাঈকে কবুল করেছেন। (উয়ূনুল হিকায়াত, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

জিসে চাহা দরপে বুলা লিয়া, জিসে চাহা আপনা বানা লিয়া।
ইয়ে বড়ে করম কি হে ফয়ছেলে, ইয়ে বড়ে নসীব কি বাত হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হেরম শরীফের যিয়ারতের জন্য যাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। এই জন্য যখনি এই মহান সুযোগ আসবে, তখন অবশ্যই বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সাথে সম্পূর্ণ ভাবে বিনম্র হয়ে ঐ পবিত্র জায়গায় সফর করা উচিত। পথিমধ্যে উপস্থিত হওয়া যে কোন ধরণের মুসীবতে ধৈয্য, ধৈয্য এবং ধৈয্য ও ধৈয্যের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করা উচিত। খুব বেশি গুনাহ থেকে বাঁচুন, পরিপূর্ণ বিনয়ী নম্রতার মাধ্যমে সফরের বরকত লুফে নিন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বাকের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه হজ্জ করার জন্য যখন মক্কা মুকার্‌রমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا তে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। মসজিদে হেরম শরীফে ঢুকতেই কা'বা শরীফ দৃষ্টি গোচর হল। তখন তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। এমনকি কাঁদাতে কাঁদতে কান্নার আওয়াজ বড় হয়ে গেল। কেউ তাকে বললেন: ইয়া সায়্যিদী! সবাই আপনার দিকে তাকাচ্ছেন। এই বাবে উচ্চস্বরে কাঁদবেন না। তিনি বললেন: কেন কাঁদবনা? হয়ত আল্লাহ্ তাআলা আমার কান্নার কারণে আমার উপর দয়া করতে পারেন। আর আমি কিয়ামতের দিন তাঁর দরবারে সফল হয়ে যাব। তারপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাওয়াফা করলেন এবং মকামে ইব্রাহীমের উপর নামায আদায় করলেন। যখন সিজদা থেকে মাথা উঠালেন, তখন সিজদার জায়গা চোখের পানিতে ভিজে গেল। (রওদ্বুর রিয়াহীন, ১১৩ পৃষ্ঠা)

ওয়হি ছর বর ছর মাহশর বোলন্দী পায়ে গা জু ছর,
ইয়াহা দুনিয়া মে উনকে আস্তানে পর ঝুকা হোগা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা শুনলাম আশিকানে রাসূলদের হজ্জের সফরের ধরণটা কেমন ছিল। তহারা যখন রাওয়ানা হতেন, তখন সম্পূর্ণ বিনয়ী নম্র

www.dawateislami.net

অন্তরে নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে লজ্জায় মাথা অবনত করে উপস্থিত হতেন। ছেড়া পোশাক, মাথা মাটি মিশ্রিত, ফকীর মিসকিনদের বেসে ঐ পবিত্র দরবারে উপস্থিত হতেন।

আর হাদীসে পাকের মধ্যে এর ব্যাপারে উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে। হাজীদের উচিত সাধাসিধে ময়লা আবর্জিত হয়ে উপস্থিত হওয়া। অথচ আফসোস! আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের পদ্ধতি ছেড়ে উত্তম পোশাক পরে ঐ পবিত্র সফরকেও অন্যান্য সফরের মত পিকনিকের মত মনে করি। আমাদের বুযুর্গদের সফর এমন ছিল যে, তাদের সাথে থাকতেন। তারাও তাদের রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে যেতেন। কান্নাকাটি করা, আল্লাহ্‌র স্মরণে সর্বদা ব্যস্ত থাকা তাদের আমল ছিল। সাথে সাথে ঐ পবিত্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হয়ে যেত।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মজলিশে রাবতা বিল ওলামা ওয়াল মাশায়িখ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সুন্নী আলীম ও মাশায়েখদের প্রতি ভালবাসা রেখে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি শোবা "মজলিশে রাবতা বিল ওলামা ওয়াল মাখায়িখ"ও গঠন করেন। যাতে এর মাধ্যমে সুন্নী আলীম ও মাশায়েখগণের মাধ্যেমে দা'ওয়াতে ইসলামীর কাজ আরো সামনে অগ্রসর হয়। তাদের সাথে সম্পর্ক মজবুত রেখে তাদের দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করে তাদের কাছ থেে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে সাহায্য নেয়া যায় এবং তাদের দোয়াও নেওয়া যায়। আর সুন্নী মাদ্রাসা ও জামেয়াতে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের ব্যবস্থা করা যায়।

আল্লাহ্ করম এয়্যছা করে তুঝপে জাহা মেঁ,

www.dawateislami.net

এয়্য দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচি হো।

১২ মাদানী কাজে অংশ নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকী সমূহ ব্যাপক করার জন্য গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য এবং নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করার জন্য যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে অংশ নিন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে প্রতি দিনের একটি কাজ হল "চৌক দরস" আজকাল আমাদের সমাজে যেমনি ভাবে গুনাহের বাজার গরম হয়ে রয়েছে, ঠিক সেই ভাবে বাজারও গুনাহ থেকে সুরক্ষিত নয়। বরং সেখানেও গুনাহের ধারাবাহিক পর্যায় রয়েছে। খারাপ কথা, মিথ্যা, ধোকা, ধোকাবাজি, মিথ্যা শপথ। কুদৃষ্টি, নামায বর্জন, একে অপরের গীবত করার পাশাপাশি সকল ধরণের গুনাহে বাজার ভরপুর রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন যেখানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেকীর দাওয়াত ব্যাপক করার ব্যস্ততম আমল, সেখানে ঐ বাজার ও নেকীর দাওয়াত থেকে বঞ্চিত নয়। এই মাদানী কাজের বরকতে বাজারেও নেকীর দাওয়াত, সুন্নাত থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদেরকে সুন্নাতের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়, এই জন্য আমাদেরকে বেশি থেকে বেশি চৌক দরস দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। যাতে আমাদের বাজারের পরিবেশটাও সুন্নাতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আসুন! উৎসাহ দেওয়ার জন্য চৌক দরসের এক মাদানী বাহার শুনি; শোবায়ে উত্তরাঞ্চল (ভারত) এর বিশ বছরের এক যুবক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা:

আমি খারাপ সংস্পর্শের কারণে কম-বেশি ১৪ বছর অপরাধের নর্দমায় ফেঁশে গিয়েছিলাম। লোকদের থেকে বিনা কারণে লুটতরাজ, মার-পিট, আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। এমনকি আমাকে রানা বদমাইশ নামে চিনতে লাগল। আমি বয়সে ছোট ছিলাম ঠিক, কিন্তু আমি কাউকে ভয় না পেয়ে যে কোন কারো সামনে যে কাউকে আক্রমণ শুরু করে দিতাম। সবদিকে আমার প্রসারতা বিস্তার করতে লাগল। লোকেরা আমার নাম শুনে ভয় পায়। বাবা-মা আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু অপারগও ছিল। আমার কার্যকলাপ দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। একদিন

www.dawateislami.net

গলির পাশে একজন সবুজ পাগড়ীধারি ইসলামী ভাই চৌক দরস দিতে দেখে আমি কাছে গিয়ে দাড়ালাম। যা কিছু শুনলাম তা আমার খুব ভাল লাগল। আমি কিতাবটির দিকে তাকালাম তো সেটার উপর লিখা ছিল "ফয়যানে সুন্নাত" দরস দাতা ইসলামী ভাই আমার সাথে খুবই আন্তরিকতার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং ইনফিরাদি কৌশিশ করে আমাকে মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য দাওয়াত দিলেন। ফয়যানে সুন্নাতের দরস আমার ভিতরের অবস্থা সচল রাখল। আমি অঙ্গিকার করলাম আর আশেকানে রাসূলদের সাথে তিন দিন সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে জঙ্কপুর পৌঁছলাম এবং আরো তিন দিন আল্লাহ্‌র রাস্তায় সফর করার জন্য জগন্নাৎপুর যাওয়া মুসাফিরদের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ চৌক দরস ও মাদানী কাফেলার বরকতে আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন এসে গেল। আমি পূর্বের গুনাহ থেকে তাওবা করলাম এবং দাঁড়ী শরীফ রাখার নিয়্যত করলাম। দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে স্থায়িত্ব দান করেন। আমার ঘরের সদস্যরা আমার এই মাদানী পরিবর্তনে খুবই খুশি হল। আমার আম্মা দা'ওয়াতে ইসলামীর জন্য খুব দোয়া করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমিও আমার পরিবারের সদস্য সবাই ছিলছিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়াই প্রবেশ করে হুযুর গাউছে পাক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর গোলামীর রশি নিজেদের গলায় পড়ে নিয়েছি। (গীবত কি তাবাহকারীয়া, ৩১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জুতা পরার ৭টি মাদানী ফুল

হাদীস শরীফ : (১) অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী হয়ে থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। (মুসলিম শরীফ, ১১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৯৬) (২) জুতা পরার আগে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা বা কংকর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। (৩) সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরুন এরপর বাম পায়ের। খুলতে প্রথমে বাম পায়ের জুতা অতঃপর ডান পায়ের। হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা পরে, তবে ডান দিক থেকে শুরু

www.dawateislami.net

করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ের জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়। (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৮৫৫) নুজহাতুল কারী কিতাবে রয়েছে, মসজিদে প্রবেশ করার সময় হুকুম হচ্ছে প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং বের হওয়ার সময় এ হাদীসে পাকের উপর আমল করা কঠিন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সমাধান এভাবে করেন, যখনই মসজিদে যাওয়া হয় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পায়ের জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করুন আর মসজিদ থেকে বের হতে বাম পা বের করে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পা বের করে জুতা পরে নিন এরপর বাম পায়ের জুতা পরে নিন। (নুজহাতুল কারী, ৫ম খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ফরিদ বুক স্টল) (৪) পুরুষ পুরুষালী ও মহিলারা মেয়েলী জুতা পরবে। (৫) কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে বলল যে, এক মহিলা (পুরুষের মত) জুতা পরিধান করে, তিনি বললেন, রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষালী মেয়েদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪০৯৯) সদরুশ শরীআ হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন ঃ অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষ সুলভ জুতা পরা উচিত নয় বরং ঐ সমস্ত বিষয় যা দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এ সমস্ত প্রতিটি বিষয়ে একে অপরের অনুরূপ করা নিষেধ। পুরুষ মেয়ে সুলভ আকার ধারণ করবে না, মহিলাগণ পুরুষসুলভ আকার ধারণ করবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মাদীনা) (৬) যখনই বসবেন জুতা খুলে নিন এতে পা আরাম পাবে। (৭) দারিদ্রতার একটি কারণ এটাও যে) উল্টা জুতা দেখে সেগুলোকে ঠিক না করা। **দাওলাতে বে যাওয়াল** কিতাবে লিখেছেন যে, যদি সারারাত উল্টা জুতা পড়ে রইল তবে শয়তান এর উপর শান শওকাত সহকারে বসে। সেটা তার আসন। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, ৫ম খন্ড, ৬০১ পৃষ্ঠা) ব্যবহৃত উল্টা হয়ে পড়ে থাকা জুতা সোজা করে নিন।

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পঠিত ৬ টি দরুদ শরীফ

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দরুদ শরীফ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ِالْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى
الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

)১ (বুযুর্গরা বলেছেন :যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমারাতে)বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে (এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে,মৃত্যুর সময় ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে রাখার সময়ও,এমনকি সে এটাও দেখবে যে ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমত ভরা হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৫১ থেকে সংক্ষেপিত(

)২(সমস্ত গুনাহ ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাসرَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত তাজদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।)প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৬৫(

)৩ (রহমতের সত্তরটি দরজাصَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ :

যে এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হবে।

www.dawateislami.net

)৪(এক হাজার দিনের নেকী جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ :

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত ,ছরকারে মদীনা صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন :এই দরুদ পাঠকারীর জন্য সত্তর জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত সাওয়াব লিখতে থাকেন।)মাজমাউয যাওয়াইদ,খন্ড-১০,পৃষ্ঠা-২৫৪,হাদীস নং-১৭৩(

) ৫ (ছয় লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ কতিপয় বুযুর্গদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন :এই দরুদ শরীফকে একবার পাঠ করার দ্বারা ছয় লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব লাভ হয়।

)আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৪৯(

)৬(নবী করীম صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসল তখন হুযুর আনোয়ার صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মাণিত লোকটি কে !যখন ঐ লোকটি চলে গেল তখন নবী করীম صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন :সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে।)আল ক্বাউলুল বদী,পৃষ্ঠা-১২৫)

www.dawateislami.net